'নিশ্চয়' এবং 'অপহ্নুতি' অলঙ্কার আসলে পরস্পর বিপরীত দুটি অলঙ্কার। আমরা জানি উপমা অলঙ্কারে উপমেয় ও উপমানের মধ্যে সমসাদৃশ্যের জন্য তুলনা করা হয়, কিন্তু এই দুটি অলঙ্কারে সেই দুটি বিষয়ের মধ্যে একটিকে অস্বীকার করা হয়। যেমন, 'শিশুর মুখটি ফুলের মতো সুন্দর' — একটি উপমা অলঙ্কার, কিন্তু যদি বলা হয়, 'শিশুটির মুখ নয়, ওটি ফুল' — এখানে উপমেয় 'শিশুটির মুখ'কেই অস্বীকার করা হয়েছে। উপমান 'ফুল'কেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আবার বিপরীতভাবে বলা যেতে পারে — 'ফুল নয়, ও শিশুটির মুখ,' অর্থাৎ এখানে উপমানকে অস্বীকার করে উপমেয়কেই স্বীকার করা হয়েছে।

উপমানকে অস্বীকার করে উপমেয়কেই প্রতিষ্ঠা দিলে তাকে বলে নিশ্চয় অলঙ্কার।

উপমেয়কে অস্বীকার করে উপমানকে প্রতিষ্ঠা দিলে তাকে বলে অপহ্নুতি অলঙ্কার।

১) 'দীপাবলী নয়, দীপমালা পরে দাঁড়িয়েছে উর্বশী,'
(দীপাবলী উপমেয়, তাকে অস্বীকার করা, এটি অপহ্নুতি)

২) 'বৃষ্টিছলে গগন কাঁদিলা,'
(বৃষ্টিছাই উপমেয়, কান্নাকে উপমান। বৃষ্টিছলে বলে এখানে বৃষ্টিকেই অস্বীকার, তাই অপহ্নুতি।)

৩) 'কাঁপিছে এ মুঢ় বঙ্গেশ্বর পদভরে, নহে ভূকম্পনে।' (এখানে বঙ্গেশ্বর সাধের দাপটে প্রাসাদের কম্পনই উপমেয়। এখানে ভূকম্পন উপমান। উপমানকে অস্বীকার করে উপমেয়র প্রতিষ্ঠা, তাই নিশ্চয়।)